B.A 2nd Sem

Sub- BENGALI (Major)

Paper : 2026

বাঙ্গালীর ইতিহাস : নীহাররঞ্জন রায়

১। প্রশ্ন : জন কী ?

উত্তর : ইংরাজি ‘people’কে বাংলায় জন বলে।

২। ভারতবর্ষে প্রাপ্ত নরকঙ্কালগুলির বিবরণ দাও।

উত্তর : ভারতবর্ষে অনেকগুলি নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে। সেগুলি হল---

ক) বায়ানায় প্রস্তরীভূত নরমুণ্ডের কঙ্কাল,

খ) দক্ষিণ ভারতের আদিত্যনল্লুরে প্রাপ্ত অনেকগুলি মুণ্ড-কঙ্কাল,

গ) হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত অনেকগুলি নরকঙ্কাল এবং

ঘ) তক্ষশিলার ধর্মরাজিক বিহারের ধ্বংসস্তুপে প্রাপ্ত কয়েকজন বৌদ্ধভিক্ষুর দেহাবশেষ।

৩। বাংলার জনসমষ্টি গড়ে তোলার পিছনে কোন কোন জনদের কী ধরনের প্রভাব রয়েছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন ?

উত্তর : বাংলার জনসমষ্টি গড়ে তোলার পিছনে নিম্নলিখিত জনদের ভূমিকা রয়েছে-

---

ক) আদি অস্ট্রেলীয় বা কোলিড,

খ) দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠী,

RITA DEY

গ) মেলানিড নরগোষ্ঠী,

ঘ) অ্যালপাইন বা 'পূর্ব ব্র্যাকিড',

ঙ) নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জনদের রক্তপ্রবাহের কিছুটা প্রভাব রয়েছে,

চ) মঙ্গোলীয় রক্তপ্রবাহের প্রভাব আছে। তবে তাও খুব ক্ষীণ।

ছ) আদি-নর্ডিক বা খাঁটি 'ইণ্ডিড' (আর্যভাষী) রক্তপ্রবাহের প্রভাবও কিছুটা রয়েছে।---- ইত্যাদি।

৩। ভারতীয় জন সৌধের প্রথম স্তরের নাম কী ?

উত্তর : নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জন।

৪। নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জনদের পরিচয় দাও।

উত্তর : আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে, মালয় উপদ্বীপে, আসামে, দক্ষিণ ভারতে নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জনদের বসবাস ছিল।

দেহ বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তারা ঠিক কেমন ছিল, তা পরিস্কারভাবে জানা যায় না। কারণ, বহুযুগ পূর্বেই ভারতের মাটিতে তারা বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তবে, বিহারের রাজমহল পাহাড়ের আদিম অধিবাসীদের কারো কারো মধ্যে কখনও কখনও ক্ষুদ্র দেহধারী, কৃষ্ণাভ ঘন শ্যাম বর্ণের, উর্ণাবৎ কেশযুক্ত, দীর্ঘ মুণ্ডধারী দেহ বৈশিষ্ট্যের লোক দেখতে পাওয়া যায়, আবার কাদারদের মধ্যে কিছু কিছু মানুষের মুণ্ড মধ্যমাকৃতিরও দেখা যায়---- দেহ বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তারা সবাই প্রতিবাসী নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জনদের মতোই ছিল বলে অনুমান করা হয়। লক্ষণীয় বিষয় হল, মালয় উপদ্বীপের সেমাং জাতির মানুষের দেহ গঠনের সঙ্গেও তাদের মিল রয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। (পণ্ডিত বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়)

RITA DEY

বাংলার পশিম অংশে রাজমহল পাহাড়ের বাগ্দীদের মধ্যে, সুন্দরবনের মৎসশিকারী নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে, আবার মৈমনসিংহ ও নিম্নবঙ্গের লোকদের মধ্যে কখনও কখনও বিশেষ করে সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যে নিগ্রোবটু জনদের রক্তমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়।

যশোহর জেলার বাঁশফোঁড়দের মধ্যে মাঝে মাঝে যে ধরনের কালো ঘনশ্যাম বর্ণের, উল্টানো ঠোঁট, খাটো দেহধারী, প্রায় উর্ণাবৎ চুল এবং চ্যাপটা নাকের লোক দেখতে পাওয়া যায়--- তাদের মধ্যেও নিগ্রোবটু জনদের রক্তমিশ্রণ ঘটেছে বলে লেখক (নীহাররঞ্জন রায়) মনে করেন।

বিখ্যাত নরতত্ত্ববিদ ফন্ আইকস্টেডট্ ভারতবর্ষে নিগ্রোবটু জনদের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, নিগ্রোবটু জনদের মতো দেহ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি নরগোষ্ঠীর বিস্তার ভারতে ছিল, তবে তারা যে নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু নরগোষ্ঠীরই লোক তা জোর করে বলা যায় না।

৫। আসামের কাদের মধ্যে নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জনদের রক্তপ্রবাহের প্রভাব রয়েছে?

উত্তর : অঙ্গামি নাগাদের মধ্যে।

.....

RITA DEY